পলিসি ব্রিফ
৯৮/ ২০২০
অক্টোবর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের বিচারিক সেবা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায়

বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে গবেষণা এবং তার আলোকে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। বিচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও সেবা নিয়ে এ পর্যন্ত টিআইবি'র বেশ কিছু গবেষণায় বিচার বিচার ব্যবস্থায় সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০১৭ সালে 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' শীর্ষক প্রকাশিত আটটি জরিপে নিয়মিতভাবে বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশে বসবাসরত খানাগুলো কী ধরনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তা উঠে আসে। এছাড়া ২০১৭ সালে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত 'বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক অপর একটি গবেষণায় দেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিরাজমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এসব গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের পর টিআইবির অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদনসমূহের অনুলিপি ও পরবর্তীতে পৃথক পৃথক পলিসি ব্রিফ প্রেরণ করা হয়।[১]

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারসহ সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হলো।

গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

২০১৫ এবং ২০১৭ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায়, জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন আদালত থেকে বিচারিক সেবা নিয়েছে এমন খানাসমূহের যথাক্রমে ৪৮.২% এবং ৬০.৫% বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে এই খাতের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ষষ্ঠ (২০১৫) এবং চতুর্থ (২০১৭)। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো ২০১৫ সালে গড়ে ৯,৬৮৬ টাকা এবং ২০১৭ সালে গড়ে ১৬,৩১৪ টাকা ঘুষ দিয়েছে। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সেবা খাতের অবস্থান ছিল যথাক্রমে তৃতীয় (২০১৫) এবং দ্বিতীয় (২০১৭)। ২০১৫ ও ২০১৭ সালের তুলনামূলক চিত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার এবং ঘুষের পরিমাণ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। আর্থিক দুর্নীতির পাশাপাশি আইনজীবী কর্তৃক সময়ক্ষেপণসহ বিচারপ্রার্থীদের পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া, মামলা সম্পর্কে খোঁজ না রাখা ও মামলার অবস্থা বিচারপ্রার্থীকে না জানানো, আইনজীবীর সহকারী/মুহুরী কর্তৃক হয়রানি, আদালত-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি অনিয়মের তথ্যও খানা জরিপে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মোট মামলার বেশিরভাগই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন। আদালতের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ থাকলেও এই ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান রয়েছে, যা কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব তৈরি করছে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এছাড়া অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণ, কার্যকর জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এসব কারণে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে, মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে, এবং বিচারপ্রার্থীদের নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। দুর্নীতির কারণে একদিকে মামলার দীর্ঘসূত্রতা আর এর ফলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোপরি সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া অধস্তন আদালতের ওপর গবেষণা-পরবর্তী সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার মহোদয়ের কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবি পরিচালিত অধিপরামর্শ কার্যক্রমে উপরোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পাবলিক প্রসিকিউটরদের অদক্ষতা ও অবহেলা, বিচারপ্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণাসহ তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার তথ্যও উঠে এসেছে।

[১]বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2017/lower_judiciary/Lower_Judiciary_report_Final_30112017.pdf; https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2018/report/nhs/NHS_2017_Full_Report_BN.pdf; Ges https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2016/es_nhhs_16_bn.pdf

সুপারিশ

বাংলাদেশের বিচারিক সেবা ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

১. উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে ও তার কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের পদের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং নিয়োগ দিতে হবে। তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

৩. অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করতে হবে এবং বিচারকদের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগের জন্য পৃথক একটি সচিবালয় থাকতে হবে।

৪. চাহিদা নিরূপণসাপেক্ষে বিচার বিভাগের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন সম্মানী ও ভাতার হার বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। বাজেট প্রণয়নে অধস্তন আদালতগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. দেশের সকল অধস্তন আদালতের জন্য নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

- –জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোর জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। অন্যান্য আদালত ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে হবে।
- –বিচার বিভাগকে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।
- –পর্যাপ্ত লজিস্টিকস (বিশেষকরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ফর্ম সরবরাহসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট বা ওয়াইফাই সংযোগ ইত্যাদি) নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

৭. সব বিচারক এবং আদালত-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও সম্পত্তির বিবরণ প্রতিবছর বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে।

৮. নিয়মিত বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও স্বপ্রণোদিত বাৎসরিক হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৯. আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করতে হবে, এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করতে হবে।

১০. সকল অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

১১. সব আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে-

- –প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন বা আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে।
- –অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কার্যালয় (যেমন নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. বিচারকদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও যুগোপযোগী আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১৩. আইনজীবীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

১৪. প্রত্যেক জেলার আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে। তিনমাস অন্তর অভিযোগগুলো নিয়ে পর্যালোচনা ও অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার

১৫. আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ও অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি হ্রাসকল্পে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় অংশীজন ও সেবাগ্রহীতাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত শুদ্ধাচারসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

অন্যান্য

১৮. জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রচারণা বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহকে কার্যকর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। একইভাবে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রতিটি জেলায় লিগাল এইড কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh